গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অধিশাখা – ১৭

নং- শিম/শাঃ ১৭/অভিযোগ-৩/২০০৪ (অংশ-২)/৫০৫

তারিখঃ ২৫/১০/২০১১ খ্রিস্টাব্দ
১০/০৭/১৪১৮ বঙ্গাব্দ

প্রজ্ঞাপন

যেহেতু সরকার মনে করে যে,

(ক) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ১৯৯২ এর ৪ ধারার অধীনে সাময়িক স্থাপন ও পরিচালনার অনুমতির ৫ (পাঁচ) বছরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ৫ একর জমিতে পর্যাপ্ত অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক স্থায়ী হওয়ার শর্তে গত ১৯/০৮/১৯৯৩ খ্রিঃ তারিখ দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি নিয়ে এ যাবৎ শর্ত পূরণ করতে না পারলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ট্রাস্ট বিভিন্ন গ্রুপ ও ট্রাস্টে বিভক্ত হয়ে ঢাকা শহরে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস স্থাপন করে উচ্চশিক্ষার নামে ব্যবসায় লিপ্ত রয়েছে এবং ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর এবং ট্রেজারার নিয়োগের জন্য বিভিন্ন গ্রুপ ও ক্যাম্পাস হতে ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে আসছে; এবং যেহেতু,

(খ) সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ সময়ে সময়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর নিকট একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করে এবং তা সুরাহার জন্য চ্যান্সেলর-এর সানুগ্রহ নির্দেশনা কামনা করে। ফলে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলর এর কার্যালয় থেকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়টির কর্তৃপক্ষ হিসেবে দাবীদার পক্ষসমূহের মধ্যে আদালতে মামলা চলমান থাকায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক সরাসরি কোন তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা - অথচ দেশজুড়ে বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক বিধি বহির্ভূতভাবে আউটার ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে; এবং যেহেতু,

(গ) উচ্চশিক্ষার নামে বাণিজ্য বন্ধ করার লক্ষ্যে আউটার ক্যাম্পাস বাতিল সংক্রান্ত সরকারের ২৫/০৬/২০০৭ খ্রিঃ তারিখের আদেশের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি গ্রুপ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলায় প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী শুধু একটি গ্রুপেরই দেশজুড়ে ২৯টি আউটার ক্যাম্পাস রয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে জানানো হয়েছে। তাছাড়া, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক ঢাকা শহরে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে আরো ৫৫টি অবৈধ আউটার ক্যাম্পাস পরিচালিত হচ্ছে মর্মে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে পরিলক্ষিত হচ্ছে এবং প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়েছে মর্মে এবং উচ্চশিক্ষার সনদ বিক্রির দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে পড়েছে বলে বিভিন্ন গণমাধ্যমে দীর্ঘদিন যাবৎ সচিত্র সংবাদ প্রকাশিত হচ্ছে; এবং যেহেতু,

(ঘ) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার নামে বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক দেশব্যাপী অবৈধ ক্যাম্পাস ইত্যাদির মাধ্যমে পরিচালিত অব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি ও নৈরাজ্য বন্ধের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়টির সার্বিক বিষয়ে বিস্তারিত তদন্ত হওয়া প্রয়োজন এবং এ লক্ষ্যে একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করা প্রয়োজন,

সেহেতু সরকার, **বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৫ নং আইন)**, অতঃপর উক্ত আইন বলে উল্লিখিত ধারা ৪৮ এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের **সাবেক বিচারক মাননীয় বিচারপতি কাজী এবাদুল হক** এর সমন্বয়ে এক সদস্য বিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠন করল।

২। তদন্ত কমিশনের কার্যপরিধি হবে নিম্নরূপ :

(ক) দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের যথাযথ কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ;
(খ) বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষার মান নির্ধারণ;
(গ) ঢাকা শহরে ও দেশের বিভিন্ন স্থানে দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়ের নামে অবৈধভাবে আউটার ক্যাম্পাস খোলার বিষয়ে এবং ভাইস-চ্যান্সেলর, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও ট্রেজারার নিয়োগসহ বিভিন্ন গ্রুপ কর্তৃক বিভিন্ন অনিয়মের বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তক্রমে দায়-দায়িত্ব নিরূপণ;
(ঘ) বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন, ২০১০ এর আলোকে উল্লিখিত বিষয়ে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ে প্রয়োজনীয় সুপারিশমালা প্রণয়ন; এবং
(ঙ) সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের উপায় নির্ধারণ।

চলমান পাতা/২

৩। তদন্ত কমিশন গঠিত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে অনুচ্ছেদ ২-এ উল্লিখিত বিষয়ে কমিশন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

৪। উপরিউক্ত তদন্ত কাজের ধরণ ও গুরুত্ব বিবেচনা করে সরকার, উক্ত আইনের সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি উক্ত কমিশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হওয়া সমীচীন ও প্রয়োজন মনে করে বিধায় উক্ত **আইনের ধারা ৪৮-এর উপ-ধারা (৩) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার** এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করছে যে, এ প্রজ্ঞাপন দ্বারা গঠিত তদন্ত কমিশনের ক্ষেত্রে উক্ত আইনের প্রয়োজনীয় সকল বিধান প্রযোজ্য হবে।

৫। তদন্ত কমিশনের মাননীয় বিচারকের তদন্ত কাজের জন্য অফিস, যানবাহন, আপ্যায়ন ও সম্মানী ভাতা প্রদান এবং তদন্তকার্যে সম্পৃক্ত জনবল ও অন্যান্য বিষয়ে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবে।

৬। তদন্ত কমিশনের মাননীয় বিচারকের নিরাপত্তার বিষয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৭। বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সচিব অথবা মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক মনোনীত মঞ্জুরী কমিশনের সচিবের সমপদমর্যাদার একজন কর্মকর্তা তদন্ত কমিশনের সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

স্বাক্ষরিত/- ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী
১৭/১০/২০১১ খ্রিঃ।
সচিব

নং- শিম/শাঃ ১৭/অভিযোগ-৩/২০০৪ (অংশ-২)/৫০৫(১৫)

তারিখঃ ২৫/১০/২০১১ খ্রিস্টাব্দ / ১০/০৭/১৪১৮ বঙ্গাব্দ

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে / কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

১। চেয়ারম্যান (প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা), বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
২। বিচারপতি কাজী এবাদুল হক, সাবেক বিচারক, আপীল বিভাগ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা।
বাসা – এপার্টমেন্ট নং- ৫০২, চিরন্তনী, হাউজ নং- ৩৯, রোড নং- ১২/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা - ১২০৫।
৩। মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪। মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫। রাষ্ট্রপতির সচিব, রাষ্ট্রপতির কার্যালয়, বঙ্গভবন, ঢাকা।
৬। সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। **তদন্ত কমিশনের মাননীয় বিচারকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।**
৭। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮। রেজিস্ট্রার, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, হাইকোর্ট বিভাগ, ঢাকা।
৯। প্রধান তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর, তথ্য মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১০। মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব (যুগ্ম-সচিব), শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১১। সচিব, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, শেরে-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭।
প্রজ্ঞাপনের আলোকে প্রয়োজনীয় সার্বিক ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
১২। উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা। **প্রজ্ঞাপনটি বাংলাদেশ গেজেটের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশপূর্বক গেজেটের ২০ (বিশ) কপি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।**
১৩। রেজিস্ট্রার, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, বাড়ী নং ২১ (নতুন), সড়ক নং ৯/এ, ধানমন্ডি আ/এ, ঢাকা ১২০৯ ।
১৪। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫। সিস্টেম এনালিস্ট, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা। উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাপনটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(রঞ্জিৎ কুমার সেন)
উপ-সচিব (বিশ্বঃ ১)
ফোনঃ ৭১৬১১৭৬